প্রথম আলো

তারিখ 16 APR 2009
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

# ফিরে না আসা শিক্ষকেরা

## কোথাকার মেঘ কোথায় গিয়ে বর্ষে

উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিদেশে যাওয়া যতই স্বাভাবিক ও প্রশংসিত ব্যাপার হোক না কেন, বাস্তবে তা তত সরল নয়। শিক্ষাছুটি নিয়ে বিদেশে গমন এবং মেয়াদ পার হওয়ার পরও আর ফিরে না আসা এখন ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও জাতীয় মেধাসম্পদ।

কেবল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েই গত কয়েক বছরে ফিরে না আসা এ রকম শিক্ষকের সংখ্যা ৯৪। তাঁরা কমপক্ষে পাঁচ বছরের শিক্ষাছুটি নিয়ে বিদেশে গিয়েছিলেন। ছুটিতে থাকা অবস্থায় তাঁরা বেতন-ভাতা ইত্যাদি ভোগ করেছেন। কিন্তু মেয়াদ শেষে নিয়ম অনুযায়ী ফিরে আসার বেলায় এই ৯৪ জন শিক্ষক আশ্রয় নিয়েছেন চরম গাফিলতি ও অসততার। বিদেশে লোভনীয় চাকরির হাতছানিতে তাঁরা আটকে গেছেন। অন্যদিকে তাঁদের অনুপস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে; বঞ্চিত হয়েছে খোদ বিশ্ববিদ্যালয় ও এর শিক্ষার্থীরা। চূড়ান্ত বিচারে এটি দেশের সঙ্গে প্রতারণা।

প্রতিকার হিসেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁদের চাকরি বাতিল এবং ছুটির সময় বেতন হিসেবে নেওয়া টাকা ফেরত দিতে বলেছে। ওই সব শিক্ষকের অনেকেই সেভাবে অর্থ ফেরতও দিয়েছেন। অন্যরাও আশা করি দেবেন। কিন্তু এটাই সমাধান কিংবা এ রকম চলে গেলে এটুকুই করণীয় বলে ভাবার কোনো অবকাশ নেই। বিষয়টি নিছক অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাঁদের শূন্যতা কি টাকা দিয়ে পূরণ হবে? ওই শিক্ষকদের তৈরি করতে দেশের যত সময় ও অর্থ লেগেছে, তার কি কোনো প্রতিদান ওই অনুপস্থিত শিক্ষকেরা দিতে পারবেন? তাঁরা জাতীয় সম্পদ এবং সেই সম্পদের সৃজন একটি জাতীয় অবদানে। কিন্তু সেই সম্পদের সুফল ও সেবা বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা কিংবা বাংলাদেশের কোনো প্রতিষ্ঠান পাচ্ছে না; পাচ্ছে বিদেশের প্রতিষ্ঠান, যারা তাঁদের তৈরি করতে কোনো অবদানই রাখেনি। এভাবে এক জায়গার পানি থেকে তৈরি হওয়া মেঘ অন্য জায়গায় বৃষ্টি বর্ষণ করলে হবে কী করে। এটা নৈতিক অপরাধ। এ কথা সত্য যে এমন অনেক শিক্ষক রয়েছেন, যাঁরা বিদেশের বিত্তের মোহ ত্যাগ করে দেশে ফিরে এসেছেন কেবল জাতীয় দায়িত্বের তাগিদে।

কেবল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, দেশের অনেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকও এভাবে দায়িত্ব অস্বীকার করে বিদেশে রয়ে যাচ্ছেন। এই ক্ষতি যেহেতু অসামান্য, সেহেতু বেতন ফেরত দেওয়া ও চাকরি বাতিলের মাধ্যমে তা পূরণ সম্ভব নয়। প্রয়োজনে কঠোর পদক্ষেপের কথাও চিন্তা করতে হবে, যাতে আর কেউ এ পথ অনুসরণ না করেন। শিক্ষকতা পেশার উচ্চ ভাবমূর্তির এ রকম বিনষ্টির জোয়ার থামাতেই হবে। পাশাপাশি, নৈতিক ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে শিক্ষকসমাজকেও উদ্যোগী হতে হবে, যাতে শিক্ষকতার মহত্ত্ব ফিরে আসে এবং বিদ্যাচর্চার যথাযথ পরিবেশ বজায় থাকে।